পুজোর আগে কাজের রিপোর্ট চান মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস ● কলকাতা

১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগেই সব দপ্তরের কাজের আপ–টু–ডেট রিপোর্ট চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষ করে পরিবহণ, পূর্ত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কাজের 'মনিটরিং'–এ বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান। এবার শারদোৎসব শুরু হওয়ার আগে আবার দপ্তরগুলির কাজকর্মের অগ্রগতির দিকটি ঝালিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় স্তরে আগামী মাসের শুরুতেই প্রশাসনিক বৈঠক করতে চান তিনি। বৈঠকের আগে তাই কাজের 'আপ–টু–ডেট' রিপোর্ট হাতে রাখতে চান তিনি। মুখ্যসচিব মলয় দে'কে এই মর্মে দপ্তরগুলির কাছে রিপোর্ট সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর, আগামী রবিবার বিদেশ যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনকে তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ গুছিয়ে যেতে একাধিক পদক্ষেপ করা শুরু করেছেন। তাঁর অবর্তমানে মন্ত্রীদের কমিটি, সচিবদের কমিটি গড়ে দেওয়ার পাশাপাশি দপ্তরগুলির কাজকর্মের অগ্রগতির 'আপ–টু–ডেট' রিপোর্ট তৈরির সিদ্ধান্তও নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর জার্মানি–ইতালি সফর করে দেশে ফেরার কথা। তাঁর দেশে ফিরে আসার সময় শারদোৎসবের আগাম প্রস্তুতি প্রায় জোরদার হয়ে উঠবে। সেই কারণে পুজোর আগে দপ্তরগুলির মুখোমুখি হয়ে তিনি আগাম কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করতে পারেন।

সূত্রের খবর, শুধু প্রশাসনিক বিষয়টি নয়, শাসকদলের রাজনৈতিক দিকটিও শারদোৎসবের আগে দেখে নিতে চান তৃণমূল নেত্রী। পুজোর আগে তাই তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক ডেকে দলের নেতা, কর্মী, সাংসদ ও বিধায়কদের পরবর্তী নির্দেশ দিতে চান তিনি। আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি দল ইতিমধ্যে শুরু করে দিলেও শারদোৎসবের জন্য কিছুদিন তা বন্ধ থাকবে। নেত্রী চান, পুজোর পরই দল লোকসভা ভোটের লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করুক। কোর কমিটির আগামী বৈঠকে এই বার্তা দেবেন তৃণমূল নেত্রী।

পুজোর পর এই কারণেই রাজ্যের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দিক, উভয়ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে চলতে চান তিনি। এবার লোকসভা ভোট তাঁর এবং তাঁর দলের কাছে পাখির চোখ। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৪২টিই তাঁর দলকে পেতে হবে– এই তাঁর নির্দেশ। জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে ৪২ শে ৪২ আসন নিয়ে দলের অবস্থানকে আরও পাকাপোক্ত করাটাই তাঁর লক্ষ্য।

পুজোর আগে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক ডেকে দলের নেতা, কর্মী, সাংসদ ও বিধায়কদের পরবর্তী নির্দেশ দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি দল ইতিমধ্যে শুরু করে দিলেও শারদোৎসবের জন্য কিছুদিন তা বন্ধ থাকবে। নেত্রী চান, পুজোর পরই দল লোকসভা ভোটের লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করুক।

বিদেশ সফরের আগে কমিটি গঠন মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে বিনিয়োগ টানার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি যাবেন জার্মানি তারপর সেখান থেকে ইতালি। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং মুখ্যসচিব মলয় দে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হচ্ছেন। আগামী রবিবার সকালের বিমানে দুবাই হয়ে তিনি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে যাবেন। জার্মানিতে মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন পাঁচদিন। এরপর যাবেন ইতালির মিলানে। বিদেশ সফর থেকে তাঁর ফেরার কথা ২৮ সেপ্টেম্বর। যাওয়া ও আসার দিন বাদ দিলে বিদেশে তিনি থাকছেন ১০ দিন। এই ক'দিন রাজ্যের বাইরে থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের কাজকর্ম দেখার জন্য দু'টি কমিটি গড়ে দিয়ে যাচ্ছেন। একটি কমিটি মন্ত্রীদের নিয়ে আর একটি কমিটি আমলাদের নিয়ে। মন্ত্রীদের নিয়ে গড়া কমিটির মাথায় থাকছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কমিটির বাকি মন্ত্রীরা হলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মলয় ঘটক, সৌমেন মহাপাত্র, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, জাভেদ খাঁন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় অপর কমিটিতে রাজ্যের সব গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সচিবদেব রাখা হয়েছে। দুটি কমিটি পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। রাজ্যের যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে এই দুই কমিটি।

কর্মীদের দাবি ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি জানাল বিজেপি প্রভাবিত কর্মী সংগঠন। কর্মচারী যৌথ মঞ্চের সভাপতি অজয় ভুঁইয়া জানান, অবিলম্বে ৪৯ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও তা রূপায়ণ, ইচ্ছাকৃত বদলি সহ ১১ দফা দাবিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। এছাড়া ষষ্ঠ বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেও তাঁরা কথা বলতে আগ্রহী। এই বিষয়েও চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে অজয় ভুঁইয়া জানান।

ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট না করার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিবাদে এবার দেশব্যাপী ব্যবসা বন্ধের ডাক দিল সর্বভারতীয় ব্যবসায়ী সংগঠন সি–এ–আই–টি। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের এই বন্ধে রাজ্যের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে শামিল না হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধ ডাকার বিষয়গুলি সমর্থন করলেও বন্ধের বিপক্ষে মত দেন তিনি। এদিন নবান্নে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে উপস্থিত ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের এই বন্ধে অংশ না নিতে তিনি অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত, পেট্রোপণ্যের অগ্নিমূল্যের প্রতিবাদে গত ১০ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ডাকা ভারত বন্ধেও একই অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। বন্ধে শামিল না হয়ে দলের পক্ষে সেদিন প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। রাজ্যের ব্যবসায়ীদেরও তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে বলেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা যায়।

আসন্ন উৎসবের মরশুমে রাজ্যে যাতে নিত্যপণ্যের দাম না বাড়ে সেই বিষয়ে এদিন বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। টাস্ক ফোর্সের এই বৈঠকে প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে এই বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি। নবান্ন সূত্রে আরও প্রকাশ, মাঝেরহাট সেতু দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ২০ চাকার যানে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে জানিয়ে দেন। তবে এর প্রভাব যাতে বাজারদরে না পড়ে সেই বিষয়ে প্রশাসনকে কঠোর নজর রাখতে বলেন। প্রয়োজনে বড়ো লরির বদলে ছোটো লরি, ট্রাক ব্যবহার করতে বলেন। পেট্রোপণ্যের অগ্নিমূল্যের প্রেক্ষিতে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে আমজনতার উপর যাতে চাপ বৃদ্ধি না হয় সেকথা বলেন। তবে আজ আলু–পেঁয়াজের দাম নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেন। পেঁয়াজ সংরক্ষণে আরও গুরুত্ব দেন। রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির উপরও বিশেষ জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে মাছের চাহিদা বার্ষিক ১৯ লক্ষ টন। এর মধ্যে ১৫ লক্ষ টন রাজ্যে উৎপাদন হয়। অন্য রাজ্যের উপর মাছের জন্য নির্ভরশীলতা কমাতে বলেন তিনি। ছোটো মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন করা জরুরি। জল ধরো জল ভরো প্রকল্পে যে আড়াই লক্ষ জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে, তা মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করতে বলেন। বন্ধ হয়ে থাকা কৃষিমান্ডিগুলি অবিলম্বে খোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কৃষি বিপণন সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে নজরদারির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বৈঠক করলেন। টাস্ক ফোর্সের সব সদস্যকে নিয়েই অনুষ্ঠিত হল এই বৈঠক। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং মহানগরে লরি চলাচল নিয়ন্ত্রণের ফলে আলু–পেঁয়াজ থেকে শুরু করে ডাল, ভোজ্য তেল এমনকি বিভিন্ন মশলার দাম একধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে। রাজ্যের ব্যবসায়ীরা যাতে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াতে না পারেন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার পর বাজারে বাজারে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে। আলোচনায় উপস্থিত থাকা মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং গুরুত্বপূর্ণ সব দপ্তরের মন্ত্রীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন উৎসবের সময় মূল্যবৃদ্ধি যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে। ২০ চাকার লরি কলকাতার ভিতরে না ঢোকার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা বলবৎ থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তবে তিনি বলেন, ৬ বা ৮ চাকার লরি পণ্য নিয়ে ঢুকতে পারবে। পুলিশ যেন এই লরিচালকদের কোনোরকম হেনস্তা না করে। মাছের উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বৈঠকে আলোচনা করেছেন।

মাঝেরহাট সেতু ভাঙল কেন, রিপোর্ট আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মাঝেরহাট সেতু বিপর্যয় নিয়ে রাজ্য সরকার গঠিত উচ্চপর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি শুক্রবার তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। এইদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একথা জানান। তিনি বলেন, ওই দিন তিনি প্রাথমিক রিপোর্ট পাবেন। বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে সময় লাগবে। গত ৪ সেপ্টেম্বর এই সেতুর একাংশ ভেঙে পড়া নিয়ে রাজ্যব্যাপী আলোড়ন উঠেছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এতে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। কেন এইভাবে সেতুর অংশ ভেঙে পড়ল তার কারণ খতিয়ে দেখতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন তিনি। এর জন্য কেউ দোষী হলে তাকে রেয়াত করা হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন এই কমিটিতে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা আছেন। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতুভঙ্গ হয় বলে বিভিন্ন মহল মত ব্যক্ত করলেও মুখ্যমন্ত্রী ও সরকার তা মানতে নারাজ। পরোক্ষভাবে মেট্রো রেলের কাজকে তাঁরা দায়ী করছেন। কমিটির রিপোর্টে তাই কী থাকবে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। এই সেতুভঙ্গের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে অন্য সেতুগুলির স্বাস্থ্য নিয়েও নড়েচড়ে বসেছে।

বিশ্বকর্মাপুজোয় অর্ধদিবস ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী সোমবার, ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এদিন অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকায় একথা জানানো হয়। ওইদিন রাজ্য সরকারের সব কার্যালয়, সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দুপুর ২টোয় ছুটি হয়ে যাবে। গত ১০ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ডাকা ভারত বন্ধের দিন কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছিল নবান্ন। এর জেরে সরকারের সব কার্যালয়ে ৯৫ শতাংশের বেশি হাজিরা হয়। যা নিয়ে কর্মীদের একাংশের মনে ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশ্যে কেউ মুখ খোলেননি। এদিন কলকাতা সহ রাজ্যে উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে গণেশপুজো হলেও ছুটি মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণেশপুজো উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর সেতুতে বাইকে টোল-ছাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মরশুমে বাইক আরোহীদের জন্য সুখবর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১ অক্টোবর থেকে বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহারকারী বাইক আরোহীদের আর টোল কর দিতে হবে না। এর ফলে সরকারের ৫ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব ক্ষতি হবে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে বছরে ৩ কোটি ১১ লক্ষ মোটরবাইক যাতায়াত করে। এখন অবধি ৮৪ লক্ষ দ্বিচক্রযান সেতু পারাপার করেছে। বাইক প্রতি ৫ টাকা টোল কর আদায় করতে বিশাল লাইন পড়ে। দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সেকথা মাথায় রেখে এই কর প্রত্যাহার করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

উদ্ধার ১০ লক্ষ টাকার রুপো

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ বুধবার বিকেলে শুল্ক বিভাগের অফিসাররা মধ্য কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার অন্তর্গত স্ট্র্যান্ড রোড থেকে একটি গাড়িকে আটক করে। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে তারা পিছনের সিটের নীচে একটি ফোকরের মধ্য থেকে ১৯ কেজি ৪০০ গ্রাম রুপো উদ্ধার করেন। উদ্ধার হওয়া রুপোর মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা। শুল্ক বিভাগের কর্তারা ওই গাড়িটির চালক এবং আরোহীকে গ্রেফতার করেছেন। শুল্ক বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গাড়িটি করে নিয়মিত বাংলাদেশ থেকে সোনা ও রুপো কলকাতায় নিয়ে আসা হত। বেশ কিছুদিন যাবৎ নজরদারি চালিয়ে বুধবার বিকেলে গাড়িটিকে আটক করেন তাঁরা।

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোয় রাজ্যে ২৮ হাজার ক্লাবকে মুখ্যমন্ত্রী ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন আরএসপি নেতা অশোক ঘোষ। মামলাটি প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অশোকবাবুর প্রশ্ন, রাজ্যের সেতুগুলির অবস্থা যখন খারাপ, তখন সরকার সেদিকে নজর না দিয়ে কীভাবে জনগণের অর্থ অন্য কাজে ব্যয় করে ?

মাছ ধরার আনন্দ।। আসানসোলে সৌরেন দাসের তোলা ছবি।

ভগ্নস্তূপ সরানো হয়নি, নতুন সেতু নিয়ে সিদ্ধান্তের এখনও দেরি

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ গত ৪ সেপ্টেম্বর ভেঙে পড়েছিল দক্ষিণ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ মাঝেরহাট ব্রিজের একাংশ। সেদিন থেকেই জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ শহরতলির বাসিন্দাদের। পশ্চিমে বজবজ, দক্ষিণে ডায়মন্ড হারবার, এর মাঝে যেসব জায়গা রয়েছে সেখানকার বাসিন্দারা সঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারছেন না। পুলিশ যেখান সেখান দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। যে সব রাস্তা দিয়ে একমুখী গাড়ি চালানো প্রায় অসাধ্য, সেখান দিয়ে দু–মুখো গাড়ি চালানো হচ্ছে। ফলে রাস্তার মাঝে সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আছে বাইক আরোহীদের আগে যাওয়ার প্রবণতা। ফলে হিমসিম খেতে হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশদের।

বাসযাত্রীদের অবস্থা আরও করুণ। যানজটে আটকে ঘন্টার পর ঘন্টা বাসের মধ্যে বসে গরমে হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে তাদের। সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে নতুন রাস্তা তৈরি করে যানজট এড়ানোর আশ্বাস দিলেও বিগত ১০ দিনে তার কোনো লক্ষণই চোখে পড়েনি। ব্রিজের ভেঙে পড়া ধ্বংসস্তূপ বিগত ১০ দিনেও সরাতে পারেনি পূর্ত দপ্তর ও কলকাতা পুরসভার শ্রমিকরা। ভেঙে পড়া ব্রিজটি পুরোপুরি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় আবার নতুন করে একটি ব্রিজ তৈরি করা হবে, নাকি পুরাতন ব্রিজটির ভেঙে পড়া অংশ পুনর্নির্মাণ করে কাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলে রয়েছে।

জানা গিয়েছে, টিটাগড় ওয়াগন নামে একটি বেসরকারি শিল্প সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করলে তারা ১০ দিনের মধ্যে লোহার বিম বসিয়ে সেতুটির ভেঙে পড়া অংশ পুনর্নির্মাণ করে দেবে। এছাড়া সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও রাজ্যকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, আপৎকালীন অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে তারা বেলি ব্রিজ তৈরি করে দিতে পারে তারা। কিন্তু সেসব প্রস্তাবে রাজ্য সরকার এখনও চুপ।

আপৎকালীন অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে মাঝেরহাট ব্রিজের নীচ দিয়ে দুটি রাস্তা তৈরি করে তা দিয়ে অন্তত পক্ষে ছোটো গাড়িগুলি বের করানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তাতে কয়েকটি জেসিবি মেশিন নামিয়ে ওই প্রস্তাবিত রাস্তার জায়গা থেকে ঝোপজঙ্গল সাফ করার কাজ হচ্ছে। ওই রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা বড়ো প্রতিবন্ধক হল লেবেল ক্রসিং তৈরি করা। রেল কর্তৃপক্ষের মতে মাঝেরহাট স্টেশনের অতো কাছে যদি একটি লেবেল ক্রসিং তৈরি করা হয়, তাহলে বজবজ–শিয়ালদা শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বিষয়টি তারা তাদের দিল্লির সদর দপ্তরকে জানিয়েও দিয়েছে। সবমিলিয়ে যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। তবে মাঝেরহাট ব্রিজের সমান্তরাল রাস্তা হাইড রোড দিয়ে এদিন পূর্ণমাত্রায় গাড়ি চালানো শুরু হয়েছে। এই রাস্তাটি বিগত ২–৩ দিনে কলকাতা বন্দরকর্তৃপক্ষ ভাঙাচোড়া অংশ বুজিয়ে দিয়ে সমান করে দিয়েছে। মূলত, পণ্যবাহী গাড়িগুলিকেই ওই রাস্তা দিয়ে চালানো হচ্ছে। তবে বাসগুলিকে এদিনও মূলত তারাতলা রোড, রামনগর হয়ে রিমাউন্ট রোড দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। যার ফলে সেগুলিকে ৭–৮ কিলোমিটার বাড়তি রাস্তা ঘুরতে হচ্ছে। এর পরেও ওই এলাকাতেও রয়েছে যানজটের সমস্যা।

ডাক্তার পেটানোয় দায়ী নেতারা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ ডাক্তার পেটানোর জন্য দায়ী পরিবর্তনের রাজনীতিবিদরা। নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে আসল সত্যকে জনগণের চোখের আড়াল করতেই সামান্য কারণে ডাক্তার পেটানোর মতো ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বলে মনে করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা মানব মুখোপাধ্যায়। মানববাবুর ওই কথা অবশ্য মানতে নারাজ বিজেপির ডা. সুভাষ সরকার, এসইউসিআইয়ের ডা. তরুণ মণ্ডল, কংগ্রেসের ড. সুখবিলাস বর্মারা। তাঁদের অভিযোগ, ডাক্তার পেটানোর সূত্রপাত ৪০ বছর আগেই। সেই সময়ও শাসকদলের নেতারা আওয়াজ তুলেছিলেন, চিকিৎসকদের দমদম দাওয়াই দেওয়া ও স্টেথো কেড়ে নেওয়ার। তাই শুধুমাত্র পরিবর্তনের সরকারই ডাক্তার পেটানোর জন্য দায়ী নয়, দায়ী পূর্বতন সরকার ও সরকারি দল।

এদিন কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ফোরামের পক্ষ থেকে স্টপ ভায়োলেন্স ইন হেল্থ কেয়ার, 'মার্চ টু ইউনিভার্সাল হেল্থ কভারেজ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ডাকা হয়। সেই সভায় বক্তা হিসেবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিদের আহ্বান করা হয়। তৃণমূল সাংসদ তথা আইএমএ–র রাজ্য সম্পাদক ডা. শান্তনু বর্মনের যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি যাননি।

সিপিএম নেতার অভিমত

মানববাবুর মতে, চিকিৎসা পরিসেবার ব্যবস্থাটাই হল ত্রুটিপূর্ণ। সরকার প্রচার করছে, 'সব দিয়েছে চিকিৎসা পরিসেবার জন্য। না পেলে জনগণ বুঝে নিক চিকিৎসকদের কাছ থেকে।' এর জেরেই ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসকদের।

ডা. তরুণ মণ্ডল বলেন, ১৯৮৭ সাল থেকে একের পর আইন চিকিৎসকদের স্বাধীনতা হরণ করেছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট সেই রাস্তাকে আরও সরল করে দিয়েছে। ওই আইনের বলে বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে কয়েকশো কোটি টাকার ডিল করা হয়েছে। যার জেরে মরছে মানুষ, মার খাচ্ছে ডাক্তার। এর জন্য মূল দায়ী সরকার।

বিজেপির ডা. সুভাষ সরকার বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক অগ্রগতি এসেছে। যার সুফল এই রাজ্য নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তার পরিবর্তে কিছু তুঘলকি আইন আনা হচ্ছে। যার কোনো বাস্তবতা নেই। তবে তিনি ডাক্তার পেটানোর কারণ হিসেবে কিছুটা হলেও ডাক্তারদেরই দায়ী করেন। তিনি বলেন, আজ ডাক্তারদের মধ্যে এসে গিয়েছে হামবড়া ভাব। নিজেকে মহান করে তুলতে আগের চিকিৎসক চিকিৎসায় কী কী ভুল করেছেন তা ফলাও করে প্রকাশ করা কখনও উচিত নয় বলেই তিনি মনে করেন। সেইসঙ্গে চিকিৎসকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সিনিয়র গাউন মামলা

আমল দিলেন না প্রধান বিচারপতি

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন তাঁরা সিনিয়র গাউনের মর্যাদা পাচ্ছেন না। অথচ কয়েক বছর মাত্র প্র্যাকটিস করেই কোনো কোনো আইনজীবীকে দেওয়া হচ্ছে সিনিয়র গাউন পরার স্বীকৃতি। গত ১০ অগাস্ট কলকাতা হাইকোর্ট সিনিয়র আইনজীবীদের ৭৫ জনের যে তালিকা প্রকাশ করেছে সেই তালিকায় করা হয়েছে স্বজনপোষণ। এই দাবিতে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেছিলেন হাইকোর্টেরই আইনজীবী দেবাশিস রায়। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট গত ১০ সেপ্টেম্বর জানায়, এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা অন্যকোনো বেঞ্চে আবেদন করলেই সবথেকে ভালো সুরাহা মিলতে পারে। সেই মোতাবেক হাইকোর্টের আইনজীবী দেবাশিস রায় বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, দীর্ঘ ২৫–২৬ বছর ধরে আইনজীবী হিসেবে যাঁরা প্র্যাকটিস করছেন তাঁদের সিনিয়র গাউন পরার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ফলে সম্প্রতি সিনিয়র আইনজীবীদের নামের যে তালিকা বেরিয়েছে, সেখানে নাম নেই অনেকেরই। অথচ যাঁরা ৮–৯ বছর ধরে প্র্যাকটিস করছেন তাঁদেরকে সিনিয়রের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি বিষয়টিতে। তিনি বলেন, কারা সিনিয়র গাউন পাবেন সেটা ঠিক করে একটি নির্দিষ্ট কমিটি। ফলে এরকম তো হওয়ার কথা নয়! আপনি আগামী সোমবার অন্তত ২০ জন এরকম আইনজীবীকে চিহ্নিত করে দেখান যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন কিন্তু সিনিয়র গাউন পরার অনুমতি পাননি।

রোগীর মৃত্যুতে উত্তেজনা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ হাসপাতালের বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়ায় নিউ আলিপুরের আরোগ্য নিকেতন এবং মেটারনিটি হাসপাতালে। দক্ষিণ কলকাতার চেতলার বাসিন্দা সর্বাণী মজুমদার হিমোগ্লোবিনের সমস্যা নিয়ে ভরতি হয়েছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, শুধুমাত্র রক্তের প্রয়োজনে তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। শনিবার সকালে সর্বাণীদেবীর বাড়িতে ফোন করে জানানো হয়, বাথরুমে যেতে গিয়ে তিনি পড়ে গিয়েছেন এবং তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁরা জানতে পারেন, বাথরুমে যেতে গিয়ে নয়, হাসপাতালের বিছানা থেকেই পড়ে গিয়েছিলেন সর্বাণীদেবী। সে সময় কর্তব্যরত আয়া ঘুমাচ্ছিলেন এবং নার্স ফোনে ব্যস্ত ছিলেন। ভেন্টিলেশনে ৫ দিন থাকার পর এদিন সকাল ৮.৩০ নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, হাসপাতালের গাফিলতিতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। বেহালা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা স্বাস্থ্য কমিশনেও যাওয়ার কথা জানান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, এটা দুর্ঘটনা। এতে গাফিলতির কিছুই নেই।

পূর্ব বর্ধমানের একাধিক সেতু নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে প্রশাসনের

বর্ধমান, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কয়েকটি সেতু নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দুশ্চিন্তা বেড়েছে প্রশাসনের। সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে বর্ধমান রেলব্রিজ, কাটোয়ার মঙ্গলকোটের লোচনদাস সেতু এবং কুনুর নদীর উপরের গুসকরা সেতু। নবান্নের নির্দেশের পর প্রশাসনিক কর্তারা সেতুগুলি পরিদর্শনে বেরিয়েছেন।

গত সপ্তাহেই বর্ধমানের কৃষক সেতুর মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বাকি সেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। বর্ধমান থেকে কম সময়ে কালনা ও কাটোয়া যাওয়ার জন্য বহুকাল আগে রেলব্রিজ তৈরি হয়েছিল। বর্ধমানের স্টেশন ম্যানেজার স্বপন অধিকারী জানিয়েছেন, ২০০৫ সালে রেলব্রিজের উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য ভারী যানবাহন ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করছে। রাতে বেশি গাড়ি যাতায়াত করছে। ব্রিজের নীচে রেললাইন, বিদ্যুতের তার রয়েছে। পথচারীরা জানিয়েছেন, ব্রিজের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। গাছ গজিয়েছে। যেকোনো সময় বড়ো কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অথচ প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্বপনবাবু জানান, ব্রিজের পাশে একটি ঝুলন্ত সেতু তৈরি করা হয়েছে। এই ঝুলন্ত সেতুটি চালু হয়ে গেলেই পুরোনো রেলব্রিজ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, বর্ধমান রেলব্রিজের উপর দিয়ে ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, কুনুর নদীর উপর গুসকরা সেতু এবং মঙ্গলকোটের লোচন দাস সেতুর অবস্থাও বেহাল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, জাতীয় সড়কে কুনুর নদীর উপর ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের সেতুটি তৈরি হয়েছে প্রায় ৪০–৪৫ বছর আগে। কলকাতা ও বর্ধমানের সঙ্গে যোগাযোগের এটিই একমাত্র সেতু। অথচ সেতুটির রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বলে অভিযোগ।

সেতুর নীচের অংশের চাঙড় খসে পড়ছে। একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। আগাছায় ভরে গিয়েছে সেতুর বিস্তীর্ণ অংশ। সেতুর উপরের অংশ মেরামত করে রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হলেও নীচের জরাজীর্ণ অংশ মেরামত করা হয়নি। তাই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পাচ্ছেন অনেকেই। মঙ্গলকোটের ৫৫০ মিটার লম্বা লোচন দাস সেতুরও বেহাল অবস্থা। সেতুর একপাশ হেলে গিয়েছে। এই নিয়ে পূর্ত দপ্তরের তরফে রাজ্যের মোবাইল ব্রিজ ইনস্পেকশন বিভাগে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সেতু) অজিতকুমার সিং জানিয়েছেন, ইনস্পেকশনে লোচন দাস সেতুর এই ত্রুটি ধরা পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সেতুর অবস্থা খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

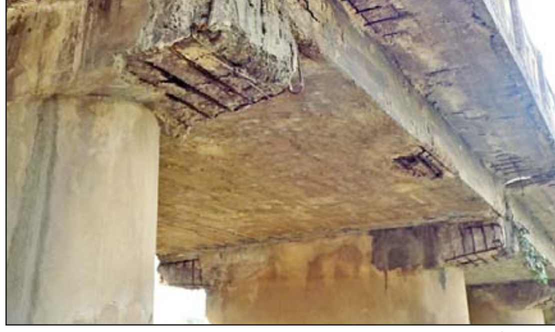

গুসকরা সেতুর নীচের চাঙড় ভেঙে পড়েছে। –সংবাদচিত্র

সেতুর নীচের অংশের চাঙড় খসে পড়ছে। একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। আগাছায় ভরে গিয়েছে সেতুর বিস্তীর্ণ অংশ। সেতুর উপরের অংশ মেরামত করে রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হলেও নীচের জরাজীর্ণ অংশ মেরামত করা হয়নি।